“সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ”

আমিরুল মু’মিনিন আবু বকর আল-হোসাইনী আল-ক্বোরাইশী আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)

ALHAYAT MEDIA CENTER

আল ফুরকান মিডিয়া সেন্টার পরিবেশন করছে:

আমিরুল মু'মিনিন আবু বকর আল-হোসাইনী আল-ক্বোরাইশী আল-বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর বক্তব্যঃ

"সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।"

নিশ্চয়ই, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্টতা এবং আমাদের কর্ম সমূহের মন্দতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না; এবং আল্লাহ যাকে বিপথে পরিচালিত করেন, তাকে কেউ সুপথে পরিচালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। অতঃপর:

আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {আপনি বলুন, তোমরা আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের কোনো একটি ছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষা করতে পারো?; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। } [আত-তাওবাহ: ৫২]

হে মুসলিমগণ, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর আনুগত্যে এবং তাঁরই নৈকট্য লাভের জন্য যুদ্ধ করি। আমরা যুদ্ধ করি কারণ তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদের যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন, এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং একেই তাঁর নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম পন্থা বানিয়েছেন। আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি, এই কারণে যে তিনি আমাদের যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন এবং আমাদের দুটি সু-পরিণতির (বিজয় এবং শাহাদাহ) যে কোন একটির প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তদুপরি তিনি আমাদের বিজয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল করেন নি। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {বস্তুতঃ যারা আল্লাহর

রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।} [আন-নিসা: ৭৪]। অতঃপর, আমাদের কাজ শুধু লড়াই করা এবং ধৈর্য ধারণ করা আর বিজয় আল্লাহর হাতে। এই কারণে, কুফর জাতি সমূহের আমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া যেন আমাদেরকে শঙ্কিত বা ভীত-সন্ত্রস্ত না করে এবং আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে যেন ভেঙ্গে না দেয়, কারণ যাই হোক না কেন আল্লাহর ক্ষমতা এবং শক্তিতে আমরাই বিজয়ী হব। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।} [আত-তাওবাহ: ১১১]। এবং আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, { আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।} [আল-ফাতহ: ২১-২৩]

অতঃপর সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে গিয়েও যদি আমরা টিকে থাকি এবং তাদের সকল ক্ষমতা সমেত তাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, তারপর বিজয়ী হই, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তা হলো আমাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। {এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।} [আস-সফ: ১৩]। আর যদি আমরা প্রাণনাশ দ্বারা আক্রান্ত হই, আমাদের ক্ষতসমূহ বৃদ্ধি পায়, আর ঝড়-ঝঞ্ঝা আমাদের উপর আছড়ে পড়ে এবং আমাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায় তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তা হলো আমাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। বরং, দুর্ভোগ-দুর্দশা অনিবার্য বিষয়। আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।} [আল-বাক্বারাহ: ২১৪]। খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর কাছে অভিযোগ করি যখন তিনি কাবাঘরের ছায়ায় তাঁর একটি আলখাল্লার উপর হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমরা বলি, 'আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?' তিনি বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয় এবং তার জন্য মাটিতে একটি গর্ত করা হয়, তারপর তাকে সেখানে রাখা হয়। তারপর একটি করাত নিয়ে এসে তার মাথার উপর রাখা হয় এবং তাকে কেটে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তার মাংস এবং হাড় সমূহকে লোহার চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো হয়, তদুপরি সে তার দ্বীন থেকে সরে আসে নি। আল্লাহর কসম! এ দ্বীনকে তিনি পূর্ণভাবে কায়েম করে দেবেনই। এমনকি, তখন একজন পথিক সান্আ থেকে হাদরামাউত অবধি সফর করবে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আর স্বীয় মেষপালের জন্যে নেকড়ে ছাড়া সে আর কিছুর ভয় করবে না; কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছো'" [আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত]

হে মুসলিমগণ, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরের জাতি এবং ধর্ম সমূহের সমবেত হওয়া দেখে আশ্চর্য হবেন না, কারণ যুগে যুগে আত-তাইফাতুল মানসুরার জন্য পরিস্থিতি এরকমই ছিলো। তাদের এই সমবেত হওয়া চলতে থাকবে এবং এই পরীক্ষা ও দুর্যোগের তীব্রতা বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না দুটি শিবির পূর্ণ হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই শিবির (ইসলামের শিবির) হতে মুনাফিক দূরীভূত হয় এবং অপর শিবিরে (কুফরে শিবির) কোন মু'মিন বাকি না থাকে। তদুপরি, নিশ্চিত থাকুন যে আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদের সাহায্য করবেন। সুসংবাদ গ্রহণ করুন ও প্রশান্ত হোন, কারণ আপনাদের দাওলাহ অগ্রযাত্রা জারি রেখেছে। অতঃপর জাতি সমূহ যত বেশি এর বিরুদ্ধে তাদের উন্মাদনাপূর্ণ সৈন্যসমাবেশ বৃদ্ধি করবে, তত বেশিই তা আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় আর এর সঠিক পথের উপর থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাবে। আর পরীক্ষা যত তীব্র হবে তত বেশিই তা (এর সারী থেকে) দুশমন এবং মুনাফিকদের বের করে দেবে আর এর সারী আরও অধিক পরিষ্কার, দৃঢ় এবং অবিচল হবে।

হে মুসলিমগণ, নিশ্চয়ই আজকের এই যুদ্ধ আর নেহায়েত কোন ক্রুসেডার অভিযান নয়। বরং এই যুদ্ধ হলো উম্মাতুল-ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরের জাতি সমূহের সমবেত লড়াই। আমাদের উম্মাহের ইতিহাসের কখনই এমনটা হয়নি যে পুরো পৃথিবী এর বিরুদ্ধে একই যুদ্ধে সমবেত হয়েছে, কিন্তু আজ তা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তা হলো সকল মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কুফফারদের লড়াই এবং

প্রত্যেক মুসলিমই এই যুদ্ধের সাথে জড়িত। তিনি আল্লাহর রাহে লড়াই করার ফরয আদায়ের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। অতঃপর যদি সে (আল্লাহর) আনুগত্য করে, তাহলে তা হলো তার জন্য উত্তম, এবং সফলতা, আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, আর যদি সে অমান্য করে, তাহলে তা হলো তার জন্য ধ্বংস, ক্ষতি এবং সে আল্লাহর ক্রোধ এবং রোষে পতিত হবে। নিশ্চয়ই, প্রত্যেক মুসলিমই এই যুদ্ধের সাথে জড়িত। আর তিনি আল্লাহর দ্বীন, তাঁর শারী'আহ এবং মজলুম নারী, পুরুষ এবং শিশুদের সাহায্যে ব্যাপারে দায়বদ্ধ, কারণ এই যুদ্ধ প্রত্যেক মুসলিমের যুদ্ধ। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দ্বীন, জান, মাল এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে দায়বদ্ধ।

তাই আপনাদের এই যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন, হে সর্বত্র থাকা মুসলিমগণ। আল্লাহর পক্ষ হতে আসন্ন বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে নিজেকে প্রস্তুত করুন। নিজেদের প্রস্তুত করুন, দুর্বল বা দুঃখিত হবেন না। নিশ্চয়ই, আপনাদের রব কুফফারদের ব্যাপারে আপনাদেরকে বলেছেন, {নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়।} [আল-হাশর: ১৩-১৪]। আল্লাহ সত্যই বলেছেন। আজ খ্রিস্টান ক্রুসেডার এবং কুফরের জাতিসমূহ একতাবদ্ধ হয়েছে, যাদের সবার পিছনে রয়েছে ইহুদীরা, তদুপরি তারা ছোট একদল মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করতে ময়দানের আসার সাহস করে না। তারা একজন আরেক জনকে সামনে যাওয়ার জন্য ধাক্কা-ধাক্কি করছে যাতে তাকে বিপদে ফেলা যায়। তারা সামনে আসার সাহস করে না, কারণ তাদের হৃদয়সমূহ মুজাহিদগণের ভয়ে পরিপূর্ণ, আর এর কারণ হলো, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকে আফগানিস্তান এবং ইরাকে (উপযুক্ত) শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং তারা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, মুজাহিদগণকে পরাজিত করার মত ক্ষমতা তাদের নেই। তারা সামনে আসার সাহস করে না, কারণ তারা নিশ্চিত ভাবে জানে শাম, ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, সিনাই, আফ্রিকা, ইয়েমেন এবং সোমালিয়ায় তাদের জন্য কি ধরণের ত্রাস এবং দুর্যোগ অপেক্ষা করছে। তারা জানে দাবিক এবং ঘোতায় তাদের জন্য কি ধরণের পরাজয়, ধ্বংস এবং বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। তারা জানে যে এটাই হবে সর্বশেষ যুদ্ধ এবং তারপর -আল্লাহর

ইচ্ছায়- আমরা তাদের উপর হামলা চালাবো, তারা আমাদের উপর নয় এবং ইসলাম আরেকবার পৃথিবীকে নেতৃত্ব প্রদান করবে, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

এ কারণে তারা যতখানি সম্ভব আসতে দেরী করছে এবং কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে সাহাওয়াত, মুরতাদ, নাস্তিক কুর্দি এবং রাফিদাদের পাল থেকে তাদের লেজ ও এজেন্টদের আরও বিস্তৃত করার জন্য। আর আমেরিকা ও তার দোসররা তাদের প্রতিনিধি ও লেজের মাধ্যমে খিলাফাহ ধ্বংস করার স্বপ্ন এখনও দেখে যাচ্ছে। এবং যতবার তাদের জোট ব্যর্থ হয় অথবা তাদের কোন লেজ কাটা পড়ে, ততোবার তারা দ্রুত অন্য কোন জোট সৃষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে, যেমন কিছুদিন আগে তারা সালুলি (সৌদি) জোটের ঘোষণা দেয় –ধোঁকাবাজি করে নাম দেয় ইসলামী- এবং ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এর উদ্দেশ্য হলো খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যদি এটা ইসলামী জোট হতো, তাহলে তা শামের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের জন্য এর সাহায্য-সহযোগিতার ঘোষণা দিতো এবং নুসাইরী ও তাদের রাশিয়ান প্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতো। যদি এটা ইসলামী জোট হতো তাহলে তা ইরাকে পৌত্তলিক রাফিদাহ ও নাস্তিক কুর্দিদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধ ঘোষণা করতো যারা সুন্নিদেরকে হত্যা করা এবং তাদেরকে (ভূমি থেকে) বের করে দেওয়াটা বৈধ করে নিয়েছে এবং জমিনে ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। যদি এটা ইসলামী জোট হতো তাহলে নাস্তিক চীন একে সমর্থন করতো না এবং এর সাথে যোগ দিতে অনুরোধ করতো না। যদি এটা ইসলামী জোট হতো তাহলে তা এর প্রভু ইহুদী ও ক্রুসেডারদের থেকে নিজের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতো এবং এর উদ্দেশ্য হতো ইহুদীদের হত্যা করা এবং ফিলিস্তিন মুক্ত করা।

হ্যাঁ, ফিলিস্তিন; যার ব্যাপারে ইহুদীরা মনে করেছিল যে আমরা একে ভুলে গিয়েছি আর ভেবেছিল যে তারা আমাদের মনোযোগ এর থেকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। না, হে ইহুদী! আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও ফিলিস্তিনকে ভুলি নি এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমরা একে ভুলবও না। আল্লাহর অনুমতিক্রমে, খুব শীঘ্রই তোমরা মুজাহিদদের অগ্রসর হওয়ার আওয়াজ শুনতে পাবে এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। তাঁরা তাঁদের তরবারি ও চাকু তোমাদের উপর কাজ করার জন্য ব্যবহার করবে এবং তাঁদের বুটের মাধ্যমে তোমাদের পদদলিত করবে আর তোমরা যা দখল করেছ তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবে; এটা হবে সেই দিন যেই দিনকে তোমরা অনেক দূরে মনে করো আর আমরা মনে করি খুবই নিকটে। আর দিন দিন আমরা তোমাদের নিকটবর্তী হচ্ছি এবং তোমাদের

হিসাব নেওয়া হবে অত্যন্ত কঠোর ভাবে। হে ইহুদীরা, ফিলিস্তিনে তোমরা কখনই শান্তি খুঁজে পাবে না আর এটা তোমাদের বাড়ি বা দেশও হবে না। ফিলিস্তিন তোমাদের জন্য কবরস্থানে পরিণত হবে এবং তোমাদের রব তোমাদেরকে একত্রীত করবেন না শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে, মুসলিমগন তোমাদের হত্যা করবেন যখন তোমরা গাছপালা ও পাথরের পিছনে লুকাবে। আর এটা তোমরা খুব ভালো করেই জানো। সুতরাং, অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আমরাও অপেক্ষমাণ।

হে মুসলিমগণ, আপনাদের রবের কিতাবের দিকে এবং আপনাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ'র দিকে ফিরে আসুন যাতে করে এই যুদ্ধের বাস্তবতা আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন এবং আমেরিকার দ্বারা পরিচালিত ও ইহুদীদের দ্বারা পরিকল্পিত ইহুদী-ক্রুসেডার-সাফাভী জোটের বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেন আর তাদের বাস্তবতা জানতে পারেন যারা এদের সারিতে, খন্দকে ও তাবুতে অবস্থান নেয়। নিশ্চয় আপনাদের রব আপনাদেরকে বলেছেন, {ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।} [আল-বাক্বারাহঃ ১২০]। {বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে; যদি সম্ভব হয়।} [আল-বাক্বারাহঃ ২১৭]। {তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরা ও কাফির হয়ে যাও।} [আল-মুমতাহানাহঃ ২]। {তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী।} [আত-তাওবাহঃ ১০]। {তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।} [আলে-ইমরানঃ ১১৮]। {তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।} [আলে-ইমরানঃ ১২০]। {আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।} [আল-বাকারাহঃ ১০৫]

এত সবকিছুর পরেও মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যে সন্দেহ পোষণ করে এবং মনে করে যে এটা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। মুসলিমদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যে মনে করে যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর জন্য কাফির জাতি সমূহ ও ধর্মগুলোর একত্রিত হওয়া আল্লাহর শারী'আহ ও উম্মাতে মোহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ানোর জন্য নয়। এরকম যে মনে করে, সে কি পরিমাণ ভ্রষ্টতায় আপতিত? আর যে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে জোটের খন্দকে অবস্থান নেয়, সে কোন ধর্মের উপরে আছে? আর সে কোন ধর্মের উপরে আছে, যে দিন-রাত দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে (সবাইকে) উৎসাহিত করে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহবান জানায়? বরং এর সাথে লড়াই করা এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন তা (দাওলাতুল ইসলাম) অবস্থান গ্রহণ করেছে যে, তা সমস্ত কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একাই লড়ে যাবে!

হে মুসলিমগণ, এটা অনুধাবন করা আপনার কর্তব্য যে, দশ বছর পূর্বে এর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ঈমানের শিবির ও কুফরের শিবিরের মধ্যে চলমান লড়াইয়ে দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধের সম্মুখ ভাগেই ছিলো। বরং তা এই শিবিরের মেরুদণ্ড, খুঁটি এবং ভিত্তি হিসেবে আছে। আর যেহেতু আল্লাহর শত্রুরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝেছে তাই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীগুলো একত্রিত হয়েছে এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং একে দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে রাত-দিন সমস্ত রকমের উপায় ও পন্থায় সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সর্বসম্মত হয়েছে। নিশ্চয় তাদের এই একত্রিত হওয়া প্রমাণ করে যে, দাওলাতুল ইসলাম ঈমানের শিবিরের মেরুদণ্ড এবং এর পরিখায় বল্লমের ডগা। এই প্রমাণ মধ্যাহ্নের সূর্যের চেয়েও পরিষ্কার এবং এমনকি বৃদ্ধা বা শিশুর কাছেও তা আর লুকায়িত নয়। আর কেউই তা অস্বীকার করেনা, একমাত্র একগুঁয়ে সত্য বিরোধী ছাড়া।

হে মুসলিমগণ, নিশ্চয় এই যুদ্ধে জড়ানো প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয এবং এ ব্যাপারে কারও কোন অজুহাত নেই। আর নিশ্চয় আমরা সর্বত্র অবস্থানরত সবাইকে যুদ্ধে বের করার আহবান জানাচ্ছি, বিশেষ করে বিলাদ আল-হারামাইনের (দুই পবিত্র স্থান) সন্তানদেরকে। সুতরাং বেরিয়ে পড়ুন, হালকা হোন বা ভারী অথবা বৃদ্ধ হোন বা যুবক। হে মুহাজির ও আনসারদের (রাসূলুল্লাহ'র সাহাবী) বংশধর, উঠে দাঁড়ান। উঠে দাঁড়ান, আল-সালুলের (সউদ পরিবারের) বিরুদ্ধে, মুরতাদ তাওয়াগ্বীতের বিরুদ্ধে। আপনার নিজের লোকদেরকে সাহায্য করুন এবং শাম, ইরাক, ইয়েমেন,

আফগানিস্তান, ককেশাস, মিশর, লিবিয়া, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কিস্তান, বাংলাদেশ এবং সমস্ত যায়গার ভাইদের সাহায্য করুন। {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।} [আত-তাওবাহঃ ৩৮-৩৯]। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আরও বলেন, {তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।} [আত-তাওবাহঃ ৪১]

আর হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, ধৈর্য ধরুন; নিশ্চয় আপনারা হক্কের উপরে আছেন। ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদের সাথেই আছেন। তিনি আপনাদের রক্ষাকারী, আপনাদের সাহায্যকারী। কি চমৎকার রক্ষাকারী, কি চমৎকার সাহায্যকারী! ধৈর্য ধরুন, কেননা এটা নতুন আল-আহযাবের যুদ্ধ। খুব নিকট ভবিষ্যতে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে, তাদের তাঁবুগুলোকে উপড়ে ফেলা হবে, তাদের চক্রান্তগুলোকে বিনষ্ট করা হবে। আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করবেন এবং তারপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমরা তাদেরকে আক্রমণ করবো, তারা আমাদেরকে নয়। সুতরাং, দৃঢ় হোন আর আল্লাহর (ওয়াদাকৃত) বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। আর নিশ্চয় আপনাদের বিরুদ্ধে তাদের একত্রীকরণ এবং এই কম্পন (পরীক্ষা) হলো মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর কৃত ওয়াদা কেননা আল্লাহ তাঁর ধার্মিক বান্দাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দারিদ্রতা, কষ্ট ও কম্পনের (পরীক্ষা) পরে।

আল্লাহ বলেন, {যখন মু'মিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্নসমর্থনই বৃদ্ধি পেল।} [আল-আহযাবঃ ২২]। এভাবে মুমিনগণ আল-আহযাবের দিন আনন্দিত হয়েছিলেন, নিকটবর্তী বিজয়ের কথা জেনে, যখন তাঁরা এমন কাঠিন্য ও পরীক্ষা দেখেছিলেন, ঠিক যেভাবে তাঁদের পূর্ববর্তীগণ নিপীড়িত হয়েছিলেন। পরীক্ষা অবশ্যই কঠিন হবে এবং অনেক বৃহদাকারে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিফাক স্পষ্ট হয় বা ভেসে উঠে আর ঈমান তার মূলে অবস্থান নেয়, যাতে বিজয় অর্জিত হয়। আর সত্যই আল্লাহ আমাদেরকে এই দশ বছরে সাহায্য করেছেন। যেদিন আমরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম, সেদিন থেকে পরীক্ষা বেড়ে গিয়েছিলো, বিভীষিকা চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছিলো, অবস্থা এরকম হয়েছিল যে, দাওলাতুল ইসলাম

তার অনেক এলাকা ছেড়ে দিয়েছিল যেগুলোতে তার শাসন ছিল এবং যেগুলো তার অধীনে ছিল। জমিন বিস্তৃত হওয়া স্বত্বেও তা আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এরকম যে দাওলাতুল ইসলামের শত্রুরা ভেবেছিল যে, তারা একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং এরকম যে মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, {আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়।} [আল-আহযাবঃ ১২]। আর মু'মিনগণ, ধৈর্যধারণকারী মুজাহিদগণ বলেছিলেন, {আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?} [আল-বাক্বারাহঃ ২১৪]। তারপর যখন তাঁরা শক্তভাবে দাঁড়ালেন এবং দৃঢ় হলেন আর আল্লাহ মুনাফিকদের প্রকাশ করে দিলেন এবং মুমিনদের স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করলেন, তখন আল্লাহর সাহায্য এত নিকটে ও দ্রুত আসলো যেমনটি মু'মিনরা কল্পনাও করেননি। আল্লাহর রহমতে দাওলাহ আগের যেকোনো অবস্থার চেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় ফিরে আসলো। তাই দৃঢ় থাকুন, হে মুজাহিদগণ। আপনাদের ভবিষ্যতে দুইটি ভালো পরিণতির একটি ছাড়া আর কিছুই নেই; হয় বিজয় না হয় শাহাদত। বেঁচে থাকার মধ্যে কোন মহাত্ব নেই যদি আমরা আল্লাহর আইন ও তাঁর শারী'আহ'র ছায়াতলে জীবন যাপন না করি। এ মৃত্যু কতইনা মধুর যেখানে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করতে এবং তাঁর শারী'আহ ও আইনকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যু হয়। সুতরাং, দৃঢ় থাকুন! এটা হয় মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানজনক জীবন; না হয় আনন্দময় মৃত্যু ও সম্মানজনক শাহাদত। এই অমূলক দুনিয়াকে ত্যাগ করুন এবং আল্লাহর দিকে ঘুরে দাঁড়ান, কারণ এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে যেখানে আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও চিরস্থায়ী। গুনাহ বর্জন করুন এবং অত্যাচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাদের কমান্ডারদের আনুগত্য করুন এবং কোন মতভেদ করবেন না। কুরআন পাঠ, ইস্তেগফার এবং ক্ষমা চাওয়া বৃদ্ধি করুন। {তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।} [আল-আনফালঃ ৩৩]। এবং যখন আল্লাহর শত্রুদেরকে আক্রমণ করবেন, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন, দৃঢ় থাকুন আর এটা পড়তে থাকুন, "লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" এবং ধৈর্য ধরুন যাতে আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করেন আর আপনাদের পদক্ষেপ সমূহকে দৃঢ় রাখেন এবং সেখান থেকে সফলতা দান করেন যেখান থেকে আপনারা আশা করেন নি। {হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।} [আল-আনফালঃ ৪৫-৪৬]

আপনাদের প্রতি আমার নির্দেশঃ সমস্ত জায়গায় মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করতে আপনারা সংগ্রাম-প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, বিশেষ করে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ তালিব-ইলমদের (দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী) মুক্ত করতে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর হে কারাবন্দীগণ! ধৈর্য ধরুন, মনে করবেন না যে আমাদের কাছে জীবন আনন্দময় যেখানে এখনো আমরা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার বলে আপনাদের সবাইকে মুক্ত করতে পারি নি।

আর আমরা ইহুদী ও ক্রুসেডারদেরকে, তাদের অনুসারী ও তাদের দল সমূহকে বলছি; আরও বলছি আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া এবং তাদের মিত্রদের, তাদের এজেন্টদের; সেই সাথে রাফিদা এবং মুরতাদদের, তারা যেকোনো আকৃতি বা অবস্থায় থাকুক না কেন, {আপনি বলুন, "তোমরা তো আমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।"} [আত-তাওবাহঃ ৫২]

বস্তুতঃ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ আমাদের রব, আমাদের বলেছেন, {নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরও ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে।} [আল-আনফালঃ ৩৬]

নিশ্চয় আমাদের রব, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ আমাদের আরও বলেন, {যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।} [আল-ফাতহঃ ২২-২৩]। তাই হে কুফফার ও মুরতাদরা; অপেক্ষা করো, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।

বস্তুতঃ আমাদের রব, যিনি প্রবল, পরাক্রান্ত আমাদের বলেছেন, {যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।} [আত তাওবাহঃ ১৪]

আমাদের মহিমান্বিত রব (মহান এবং ক্ষমতাবান) আমাদের সত্যই বলেছেন, {আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।} [আস-সাফফাতঃ ১৭১-১৭৩]।

তাই আমাদের (মহিমান্বিত) রব আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুটির মধ্যে একটি ভালো পরিসমাপ্তির। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজয় এবং সাফল্যের। কিন্তু হে কুফফাররা! তিনি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অপমান এবং শাস্তির, তাঁর থেকে অথবা আমাদের হাতে। তিনি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দুঃখ-কষ্ট এবং পরাজয়ের, আর আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদার খেলাপ করেন না, তিনি মহিমান্বিত। আর তাই আমরা তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি, যে সমস্ত ব্যক্তিরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে।

তাই অপেক্ষা করতে থাকো, হে আমেরিকা। অপেক্ষা করতে থাকো, হে ইউরোপ। অপেক্ষা করতে থাকো, হে রাশিয়া। অপেক্ষা করতে থাকো, হে রাফিদারা। অপেক্ষা করতে থাকো, হে মুরতাদরা। অপেক্ষা করতে থাকো, হে ইহুদিরা। নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।

হে আল্লাহ, হে কিতাব নাযিলকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী, দল সমূহকে পরাভূতকারী, তাদেরকে পরাভূত করুন এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করুন। তাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। এবং হে আল্লাহ, সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি। আর আমাদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।